কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 06 SEP. 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ২ ...

# শিক্ষাবঞ্চিত চরের শিশুরা

## জামালপুর

জামালপুর প্রতিনিধি ▷

জন্ম দরিদ্র পরিবারে, তার ওপর পূর্বসূরিরা লেখাপড়া করেনি। সেই ধারাবাহিকতায় স্কুলমুখী হয়নি তারাও। সকালবেলা স্কুলে না গিয়ে তারা কাজের উদ্দেশে পরিবারের বড়দের সঙ্গে যায় মাঠে। সরকার সব শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করলেও যমুনার বুকে জেগে ওঠা জামালপুরের দুর্গম চরাঞ্চলে শিশুরা এর আওতার বাইরেই থেকে যাচ্ছে। বিশেষ করে ইসলামপুরের বিশরশি চরে কোনো স্কুল না থাকায় তিন শতাধিক শিশু প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। ওই শিশুদের স্কুলমুখী করতে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে তেমন কোনো উদ্যোগও নেই। সরেজমিনে গিয়ে সংশ্লিষ্ট মহলের সঙ্গে কথা বলে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

যমুনার দুর্গম চরাঞ্চলের বেশির ভাগ মানুষই অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থানসহ প্রায় সব মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। বিশেষ করে ইসলামপুরের বিশরশি, জোরডোবা, বেড়কুশা, প্রজাপতিসহ পাশের কয়েকটি দুর্গম চরের দরিদ্র মানুষেরা দীর্ঘদিন ধরে মানবেতর জীবন যাপন করছে। চরের ওইসব মানুষের ঘরে সারা বছরই অভাব লেগে থাকে। তাই চরের শিশুরা দল বেঁধে স্কুলে যাওয়ার পরিবর্তে মাঠে গরু-ছাগল চড়ায়, গবাদিপশুর জন্য ঘাস কাটে, নদীতে মাছ ধরে অথবা রোদ-বৃষ্টি মাথায় নিয়ে ক্ষেতে-খামারে কাজ করে। অনেকেই মা-বাবার সঙ্গে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন শহরে রাস্তাঘাট, হাটবাজার ও রেল লাইনের ধারে আশ্রয় নিয়ে ভিক্ষাবৃত্তিসহ নানা শিশুশ্রমে নিয়োজিত।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, যমুনার বুকে জেগে ওঠা ইসলামপুরের সাপধরী ইউনিয়নের দুর্গম বিশরশি ও জোরডোবা চরের তিন কিলোমিটারের মধ্যে কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। চারদিকে যমুনা নদীবেষ্টিত জোরডোবা চর ও বিশরশিচরে প্রায় সাড়ে তিন হাজার মানুষের বসবাস। এর মধ্যে এ দুই চরে পাঁচ থেকে ১২ বছরের শিশু রয়েছে পাঁচ শতাধিক। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অভাবে এখানকার পাঁচ শতাধিক শিশু প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তারা প্রতিদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে পান্তা খেয়ে পালের গরু-ছাগল নিয়ে যায় যমুনার তীরে কাশবনের মাঠে। ওদের কারো ভাগ্যেই দুপুরের খাবার জোটে না। ক্ষুধার্ত পেটে সারা দিন মাঠে গরু চড়িয়ে সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরে। এভাবেই বেড়ে উঠছে চরের শিশুরা।

ওই চরের কৃষক হরফ আলী জানান, বিশরশি চরে কোনো স্কুল না থাকায় তিনি তাঁর দুই শিশু সন্তানকে মেলান্দহ উপজেলা শহরে রেখে লেখাপড়া করাচ্ছেন। তবে চরের অতিদরিদ্র মানুষগুলোর পক্ষে তাদের সন্তানদের অন্যত্র রেখে পড়াশোনা করানো সম্ভব নয় বলে তিনি জানান।

এদিকে চরের কৃষক নুরুল ইসলাম শেখ, সেকান্দর আলী ও মাওলানা ইমান আলী জানান, বিশরশি চরের তিন শতাধিক শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আনতে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁরা স্থানীয় সংসদ সদস্যসহ জেলা ও উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কাছে অনুরোধ করেও সুফল পাননি।

সরেজমিনে গিয়ে আরো জানা গেছে, চরাঞ্চলের শিশুদের অনেকেই দেশের বিভিন্ন স্থানে শিশুশ্রমে নিয়োজিত। স্বল্প টাকায় খাটানো যায় বলে একশ্রেণির লোকজন এই কোমলমতি শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ কাজে লাগাচ্ছে। যেখানে একজন বয়স্ক শ্রমিককে ২০০-৩০০ টাকা মজুরি দিতে হয়, সেখানে একটি শিশু শ্রমিককে ২০-৩০ টাকা দিয়ে অনায়াসেই প্রায় সমপরিমাণ কাজ করিয়ে নেওয়া যায়।

ইসলামপুরের কিংজালা এলাকায় ইট ভাঙার কাজ করা শিশু ইদ্রিস (১২) বলে, সকাল থেকে কাজ করে যা পায়, তা দিয়েই পেট চলে। কিন্তু যদি কাজ না করে তাহলে খাবে কী? ইসলামপুর রেলগেট এলাকায় চায়ের দোকানে কাজ করে শাহীন (১১) ও রিপন (১০)। রিপনের বাবা ঢাকায় রিকশা চালায়, আর মা অন্যের বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করে। ইসলামপুর নিত্য বাজারের হোটেলে কর্মরত বেড়কুশার শিশু শ্রমিক সালাম (১১) জানায়, সে হোটেলে কাজ করে। ঠিকমতো কাজ করতে না পারলে মালিকের মার খেতে হয়। কিন্তু তার পরও খাওয়া জোটানোর জন্য কাজ করতে হয়। দেওয়ানগঞ্জ থানা গেটের সামনে রাস্তার ধারে চায়ের দোকানে কাজ করে দৈনিক ২০ টাকা বেতন পায় বেড়কুশার শিশু শ্রমিক সুদু মিয়া (১২)।

ইসলামপুর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জীবন আরা বেগম বলেন, ইসলামপুরের দুর্গম চরাঞ্চলের দরিদ্র পরিবারের কোমলমতি শিক্ষার্থীদের স্কুলমুখী করতে সরকারি-বেসরকারি কোনো সংস্থার উদ্যোগ নেই। তবে চরাঞ্চলের স্কুলগুলোতে মিড ডে স্কুল ফিডিং প্রোগ্রাম চালু করা গেলে স্থানীয় দরিদ্র শিক্ষার্থীদের স্কুলমুখী করার পাশাপাশি স্কুল থেকে তাদের ঝরে পড়া রোধ করা সম্ভব হবে।

ইসলামপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাসুমুর রহমান জানান, স্থানীয় স্কুলশিক্ষকদের মাধ্যমে অভিভাবকদের বুঝিয়ে চরাঞ্চলের শিশুদের স্কুলে স্কুলে ভর্তি করা হয়। তবে সংসারে অভাব-অনটনের কারণে দরিদ্র পরিবারের শিক্ষার্থীদের স্কুলে ধরে রাখা সম্ভব হয় না। তারা তাদের সংসারের আয় বাড়াতে পরিবারের বড়দের সঙ্গে মাঠে-ঘাটে কাজ করে। বিশরশি চরে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য এলাকাবাসী তাঁর কাছে আবেদন করেছে বলে স্বীকার করেন তিনি।